এসএমই ফাউন্ডেশন

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ২০,০০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির নির্দেশিকা

জুলাই ২০২০

এসএমই ফাউন্ডেশন

www.smef.gov.bd

সূচিপত্র:

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	ভূমিকা	০৩
০২	নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য	০৪
০৩	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ	০৫
০৪	বিভিন্ন শিল্প এবং উদ্যোগের সংজ্ঞা	০৬
০৫	কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞা	০৭
০৬	ঋণের ধরণ	০৮
০৭	ঋণের বৈশিষ্ঠ্য	০৮
০৮	গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার	০৮
০৯	অন্যান্য চার্জ	০৮
১০	ঋণ/বিনিয়োগ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	০৯
১১	গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ	০৯
১২	জামানত	০৯
১৩	খাতভিত্তিক বিভাজন	১০
১৪	ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	১১
১৫	ঋণ/বিনিয়োগের ব্যবহার	১১
১৬	ঋণের পরিমাণ	১১
১৭	ঋণের জন্য কোথায় আবেদন করতে হবে	১২
১৮	চেম্বার/এসোসিয়েশনসমূহের ভূমিকা	১২
১৯	ঋণ বিতরণ মনিটরিং	১৩
২০	যোগাযোগ	১৪
২১	সংযোজনী	১৪

ভূমিকা:

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। এগুলোর মধ্যে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের (CMSME) সক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং শিল্প কারখানায় নিয়োজিত জনবলকে কাজে বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে চলতি মূলধন ঋণ/ বিনিয়োগ সুবিধা প্রবর্তনের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের (সিএমএসএমই) প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করে পৃথকভাবে মোট ৪টি (১৩, ২৬, ৩০ এপ্রিল ২০২০ এবং ১২ মে ২০২০) সার্কুলার জারি করেছে। সার্কুলার মোতাবেক ব্যাংকগুলো করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে প্রনোদনা প্যাকেজের আওতায় সর্বোচ্চ ১ বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হবে। ঋণ প্রদান করা হবে উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং ঋণ আদায়ের ঝুঁকি ব্যাংক বা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বহণ করবে। প্রনোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগে সুদ/মুনাফার হার সর্বোচ্চ ৯%। মূলত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান করবে সরকারের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র সুদ/মুনাফার ৫% ভুর্তিকি প্রদান করা হবে। প্রনোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংক/অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় তারল্য সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) এবং স্টাটুরী লিক্যুইডিটি রেশিও (এসএলআর) এর হার সমন্বয় করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংক/অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রনোদনা প্যাকেজের আওতায় সিএমএসএমই খাতে বিতরণকৃত সর্বোচ্চ ৫০ ভাগ পুন:অর্থায়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১০ হাজার কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ঋণ বিতরণ মনিটরিং করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কমিটি গঠণ করা হয়। এবং প্রত্যেক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ বিতরণ মনিটরিং করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি বিশেষ মনিটরিং টীম গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রনোদনা প্যাকেজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ‘এসএমই খাত উজ্জীবন সংক্রান্ত কমিটি’ গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এই কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে ‘জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি’ গঠন করা হয়।

<u>নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য:</u>

দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা এবং নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ এর বিষয়ে অবগত হলেও অধিকাংশ উদ্যোক্তা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি ও শর্তাবলী সম্মন্ধে অবগত নন। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে বাংলাদেশ ব্যাংক একাধিক সার্কুলার জারি করেছে, এসব সার্কুলার সম্পর্কে অধিকাংশ সিএমএসএমই উদ্যোক্তা অবগত নন। এছাড়া, এসব সার্কুলারে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জারি করা সার্কুলারের রেফারেন্স থাকে, যা উদ্যোক্তাদের জন্য অধিক জটিলতার সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ সহজবোধ্যভাবে উদ্যোক্তাদের সামনে উপস্থাপন এবং প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো।

<u>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ:</u>

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্পসুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লক্ষ্যে ২০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত সার্কুলার মোতাবেক উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্পর্কের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) বাবদ ঋণ প্রদান করবে। তাদের মূলত ব্যাকগুলো তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান করবে পরবর্তীতে বাংলাদেশ এর সার্কুলারে উল্লেখিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে বিতরণকৃত ঋণের সর্বোচ্চ ৫০ ভাগ পুন:অর্থায়ন করা হবে। উদ্যোক্তা পর্যায়ে ঋণ সুবিধার সুদের হার হবে ৯ শতাংশ। প্রদত্ত ঋণের ৪ শতাংশ সুদ ঋণ গ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদান করবে। ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সকল দায়িত্ব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর। ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর এবং ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন ব্যবসা চালুর জন্য কোন উদ্যোক্তা প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত কোন ঋণ শ্রেনীকৃত বা খেলাপী হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে। এক্ষেত্রে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কোন ক্ষতিপুরণ প্রদান করা হবে না।

<u>বিভিন্ন শিল্প এবং উদ্যোগের সংজ্ঞা:</u>

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে বিভিন্ন শিল্পের সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

উৎপাদনশীল শিল্প:

পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃ সামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকান্ডই উৎপাদনশীল শিল্প হিসেবে গণ্য হবে।

সেবা শিল্প:

যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধাসম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সহায়ক উপযোগ সৃষ্টিকারী কর্ম সম্পাদিত হয় সেগুলি সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ব্যবসা উদ্যোগ:

পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যমে অর্থ উপার্জন সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড ব্যবসা উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

নারী উদ্যোগ/উদ্যোক্তা:

যদি কোন নারী ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন কিংবা অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি বা তাঁরা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং ঐ উদ্যোগটি নারী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

নতুন উদ্যোক্তা:

যারা পূর্বে ব্যবসায়িক কাজে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোন অর্থায়ন/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেননি, তারাই কেবলমাত্র নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে, ঋণ আবেদন গ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট দেখে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞা:

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞার আলোকে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

শিল্প উদ্যোগের ধরণ	উপখাত	শিল্প উদ্যোগের ধরণ নির্ণয়ের মানদন্ড	
		জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য	শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/কর্মরত জনবলের সংখ্যা
কুটির শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১০ লক্ষ টাকার নিচে	পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে তবে ১৫ জনের অধিক নয়
মাইক্রো শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকার নিচে	১৬ থেকে ৩০ জন বা তার কম
	সেবা শিল্প	১০ লক্ষ টাকার নিচে	সর্বোচ্চ ১৫ জন
ক্ষুদ্র শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকার নিচে	৩১ থেকে ১২০ জন
	সেবা শিল্প	১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকার নিচে	১৬ থেকে ৫০ জন
মাঝারি শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ কোটি টাকার বেশি নয়	১২০ থেকে ৩০০, তবে তৈরি পোশাক শিল্প/শ্রমঘন শিল্প এর জন্য ১০০০ জন
	সেবা শিল্প	২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা	৫১ থেকে ১২০ জন

ঋণের ধরণ:

- এই প্যাকেজের আওতায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের চলতি মূলধন (working capital) বাবদ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা দেওয়া হবে;
- কোনো একক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ এক বছর এ প্যাকেজের আওতায় সরকার হতে ভর্তুকী পাবেন;
- ঋণ গ্রহীতার প্রয়োজন এবং ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ড থাকতে পারে।

ঋণের বৈশিষ্ট্য:

- করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাবেন;
- ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সিএমএসএমই খাতের উৎপাদন ও সেবা উপখাতকে প্রাধান্য দেয়া হবে;
- ব্যবসা/ট্রেড ভিত্তিক মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবে;
- গ্রামাঞ্চলের উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা এবং নতুন উদ্যোক্তা প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাবেন;
- প্যাকেজের আওতায় কোন ঋণ/ বিনিয়োগ নবায়ন করা যাবে না।
- এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে গ্রাহকের বিদ্যমান অন্য কোন ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় করা যাবে না

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার:

- প্যাকেজের আওতায় ঋণ সুবিধার সুদ/মুনাফার হার হবে ৯ শতাংশ;
- ৪ শতাংশ বহন করবে ঋণ গ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদান করবে;
- ক্রমহ্রাসমান স্থিতি (declining balance method) ভিত্তিতে সুদ/মুনাফা হিসাব হবে।

অন্যান্য চার্জ:

- ঋণ আবেদন ফি (Loan Application Fee) হিসেবে ২০০/- টাকার অধিক আদায় করা যাবে না;
- ডকুমেন্টেশন ফি (Documentation Fee), সিআইবি চার্জ (CIB Charge), স্ট্যাম্প চার্জ (Stamp Charge) এবং আইনি ও জামানত মূল্যায়ন ফি (Legal and Valuation Fee) প্রকৃত ব্যয়ের (At Actual) ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে;
- কটেজ ও মাইক্রো খাতে প্রদত্ত ঋণ মেয়াদপূর্তীর পূর্বে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে Early Settlement Fee আদায় করা যাবে না;
- উল্লেখিত ফি/চার্জ এর অতিরিক্ত অন্য কোন চার্জ/ফি/কমিশন প্রনোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ হিসাব থেকে আদায় করা যাবে না।

ঋণ/বিনিয়োগ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার ও ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী সিএমএসএমই ঋণের জন্য প্রযোজ্য কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। তবে ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পভেদে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসাব বিবরণী দাখিল করা প্রয়োজন হবে।।

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ:

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ যা হোক না কেন প্রনোদনা প্যাকেজের আওতায় সর্বোচ্চ ১ বছরের জন্য ভর্তুকি সুবিধা পাওয়া যাবে।

জামানত:

ঋণ বিতরণে সহায়ক জামানত হিসেবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও প্রুপ গ্যারান্টি গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি এর সার্কুলার নং-০২ তারিখ ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অনুসরণ যোগ্য।
উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

জামানতবিহীন ঋণ:

সিএমএসএমই ঋণের প্রসারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জামানতের বিষয়টিকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রুপ গ্যারান্টিকে জমানত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। এছাড়া, ক্ষেত্র বিশেষে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পূর্বে গৃহীত কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মূল্যায়ন (Credit history/Performance) এর বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত গ্যারান্টি:

ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বলতে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহীত ঋণের আদায় সুরক্ষার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তির অঙ্গীকারনামাকে বোঝাবে। এক্ষেত্রে একের অধিক ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না।

সামাজিক গ্যারান্টি:

সামাজিক গ্যারান্টি বলতে ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহীত ঋণের আদায় সুরক্ষার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অঙ্গীকারনামাকে বোঝাবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক গ্রহীত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট চেম্বার/এসোসিয়েশন/ব্যবসায়ী সংঘঠন/সিএমএসএমই বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার বিষয়টিকে সামাজিক জামানত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

গ্রুপ গ্যারান্টি:

গ্রুপভিত্তিক ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ কর্তৃক

সামষ্টিকভাবে প্রদত্ত গ্যারান্টিকে গ্রুপ জামানত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্র গ্রুপের কোন সদস্য খেলাপি হলে পুরো গ্রুপকে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

খাতভিত্তিক বিভাজন:

- উৎপাদন, সেবা ও ট্রেড/ব্যবসা খাতের ঋণণ/বিনিয়োগের অনুপাত হবে যথাক্রমে ৫০, ৩০ ও ২০ শতাংশ।
- কটেজ (কুটির), মাইক্রো (অতিক্ষুদ্র) এবং স্মল (ক্ষুদ্র) খাতে একবছরে মোট ঋণের ৭০ শতাংশ এবং অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ মাঝারি খাতে বিনিয়োগ করা যাবে।
- মোট ঋণের ন্যুনতম **৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তা**দেরকে প্রদান করতে হবে
- মোট ঋণের ন্যুনতম **১৫ শতাংশ গ্রাম অঞ্চলে** প্রদান করতে হবে

<u>ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা:</u>

- ✓ করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবে;
- ✓ কুটির ও মাইক্রো শিল্পের নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা আগে কোন ঋণ নেননি এবং বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ হিসাব বছরের আর্থিক বিবরণী অথবা উৎপাদন/বিক্রি/ টার্নওভারের লিখিত হিসাব থাকা সাপেক্ষে ঋণ পাবেন;
- ✓ ক্ষুদ্র শিল্পের নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা আগে কোন ঋণ নেননি এবং বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অথবা আস্থায় নেয়া যায় এরূপ আর্থিক বিবরণী থাকা সাপেক্ষে ঋণ পাবেন;
- ✓ মাঝারি শিল্পের নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা আগে কোন ঋণ নেননি এবং বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের Guidelines on Internal Credit Risk Rating Systems for Banks (ICRRS) সম্পন্ন না করে ঋণ দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাংক নিজস্ব নীতিমালার আওতায় ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রাহক নির্বাচন করবে।

<u>অযোগ্যতা:</u>

- ঋণ খেলাপি উদ্যোক্তা এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাবেন না;
- কোন ঋণ/বিনিয়োগ মন্দ/ ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর ইতোপূর্বে তিনবারের অধিক পুনঃতফসিলকৃত হলে, ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাবেন না।

ঋণ/বিনিয়োগের ব্যবহার:

- চলতি মূলধনের চাহিদার বিপরীতে এ প্যাকেজের আওতায় প্রাপ্ত ঋণ ব্যবহার করা যাবে;
- এ ঋণের অর্থ দিয়ে বিদ্যমান কোন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয় করা যাবে না;
- ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন কোন ব্যবসা চালুর জন্য এ ঋণ/বিনিয়োগ ব্যবহার করা যাবে না।

ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ:

- করোনা ভাইরাসের কারণে ব্যবসায়ের ক্ষতি এবং বিগত এক/একাধিক বছরের উৎপাদন/বিক্রি/টার্নওভার এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় চলতি মূলধনের পরিমাণ হিসাব করা হবে;
- উৎপাদন ও সেবা শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণ যারা ইতোপূর্বে ব্যাংক হতে চলতি মূলধন ঋণ/ বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চলতি মূলধন ঋণ/ বিনিয়োগ স্থিতির ৩০ শতাংশ বা বিগত ৩ বছরের গড় পরিচালন ব্যয় এর ৫০ শতাংশ- এ দুটির মধ্যে যেটি কম সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ ঋণ পেতে পারেন।

ধরা যাক, উৎপাদন বা সেবা শিল্পের সাথে জড়িত কোনো একজন উদ্যোক্তার কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১০ লক্ষ টাকার ঋণ রয়েছে। এবং উদ্যোক্তার গত ৩ বছরের বার্ষিক পরিচালন ব্যয় (কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, অফিস ভাড়া, বাজারজাতকরণ ব্যয়, বীমা প্রিমিয়াম, কর ইত্যাদি) যথাক্রমে ৪ লক্ষ, ৫ লক্ষ এবং ৬ লক্ষ টাকা। সেক্ষেত্রে তিনি প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাবেন সর্বোচ্চ ২.৫০ লক্ষ টাকা। কারণ বিদ্যমান ঋণ ১০ লক্ষ টাকার ৩০ শতাংশ ৩ লক্ষ টাকা এবং বিগত ৩ বছরের গড় পরিচালন ব্যয় ৫ লক্ষ টাকার ৫০ শতাংশ সমান ২.৫০ লক্ষ টাকা। সেহেতু, পরিচালন ব্যয়ের হিসাব অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় তিনি সর্বোচ্চ ২.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ পাবেন।

- ট্রেডিং ব্যবসার ক্ষেত্রে যেসকল উদ্যোক্তাগণ ইতোপূর্বে ব্যাংক হতে চলতি মূলধন ঋণ/ বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে সর্বশেষ হিসাব বছরসহ বিগত তিন বছরের আর্থিক বিবরণীতে উল্লিখিত গড় বার্ষিক টার্নওভার (মোট বার্ষিক বিক্রয়) এর ২৫ শতাংশ ঋণ পেতে পারেন, তবে ঋণের পরিমাণ ১ কোটি টাকার বেশি হবে না।

ধরা যাক, কোন একজন ব্যবসায়ীর বিগত ৩ বছরের বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০ লক্ষ, ৬০ লক্ষ ও ৭০ লক্ষ টাকা। সেক্ষেত্রে তাঁর বিগত ৩ বছরের মোট বিক্রয় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা; অতএব বিগত ৩ বছরে তাঁর গড় বিক্রয় ৬০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে প্যাকেজের আওতায় তিনি সর্বোচ্চ ঋণ পাবেন ৬০ লক্ষ টাকা এর ২৫ শতাংশ অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা।

- নতুন উদ্যোক্তা (উৎপাদন ও সেবা) অর্থাৎ যারা আগে কোন ঋণ নেননি তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।
- নতুন উদ্যোক্তা (ব্যবসা) অর্থাৎ যারা আগে কোন ঋণ নেননি তাঁদের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ মোট বার্ষিক বিক্রয়ের ২৫ শতাংশের বেশি হবে না। নতুন উদ্যোক্তা (ব্যবসা) ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে হবে না।

ঋণ/বিনিয়োগের জন্য আবেদন

- দেশের যেকোন তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে উদ্যোক্তাগণ ঋণ/ বিনিয়োগের আবেদন করতে পারবেন;
- ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাবেন।

চেম্বার/এসোসিয়েশনের ভূমিকা:

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন , ঋণ বিতরণ, তদারকি ও আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রমে FBCCI বা এর সদস্য চেম্বার/এসোসিয়েশনসমূহের সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন।

ঋণ বিতরণ মনিটরিং:

- এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট এর বিশেষ মনিটরিং সেল যেকোন সময় এ তহবিলের আওতায় প্রদত্ত রিণ/বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিদর্শন করতে পারবে।
- প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের ব্যবহার যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা, তা তদারক করার জন্য প্রতিটি ব্যাংক তাদের প্রধান কার্যালয়ের আওতায় একটি বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করে বিষয়টি নিয়মিত তদারক করবে।

জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি গঠণ:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই খাতের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সমন্বিত ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে নিম্নোক্তভাবে প্রতিটি জেলায় জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছেঃ

১)	জেলা প্রশাসক	আহ্বায়ক
২)	প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণে নিয়োজিত লিড ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের জেলা পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তা	সদস্য
৩)	বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৪)	এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৫)	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
৬)	জেলা সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	সদস্য
৭)	খাত ভিত্তিক শিল্প সংগঠনের জেলা সভাপতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৮)	উইম্যান চেম্বার/এসোসিয়েশনের সভাপতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৯)	জেলা প্রশাসক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (একজন)	সদস্য
১০)	জেলা প্রশাসক মনোনীত মাইক্রো ফাইন্যান্সিং/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জেলা প্রতিনিধি (একজন)	সদস্য
১১)	উপমহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক/উপব্যবস্থাপক, শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক	সদস্য-সচিব

উক্ত কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, পরামর্শ বা মতামত প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

১)	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেসরকারি খাত), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক, এসএমই খাত উজ্জিবন কমিটি
২)	জনাব মোঃ মোশতাক হাসান এনডিসি, চেয়ারম্যান, বিসিক	সদস্য, এসএমই খাত উজ্জিবন কমিটি
৩)	জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য, এসএমই খাত উজ্জিবন কমিটি
৪)	ফারজানা মমতাজ যুগ্মসচিব (জাস সমন্বয় ও প্রওম), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব, এসএমই খাত উজ্জিবন কমিটি

যোগাযোগ:

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে:

১	জনাব সুমন চন্দ্র সাহা সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	মোবাইলঃ ০১৫৫২১৪০১০০ ইমেইলঃ suman.saha@smef.gov.bd
২	জনাব দেবাশীষ সাহা উপব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	মোবাইলঃ ০১৫৫০৩০০৫২১ ইমেইলঃ debashis.saha@smef.gov.bd
৩	জনাব মোঃ আলমগীর হোসাইন সহকারী ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	মোবাইলঃ ০১৫১৫২৯২০২৬ ইমেইলঃ alamgir.hossain@smef.gov.bd